গাংনীতে যাত্রীবোঝাই লেগুনা উল্টে শিশুসহ ১০ জন আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে যাত্রীবোঝাই লেগুনা উল্টে শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের আবদুল হান্নানের মেয়ে সাফিয়া খাতুন (৮), নওপাড়া গ্রামের খানের ছেলে হাসিব (১২), চৌগাছা গ্রামের আসাদুলের ছেলে জিহান, (১৯), কুতুবপুর গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে দুলাল হোসেন (৪০), মাইল মারি গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সুজন আলী (৩৫) সহগলপুরগ্রামের আবদুল ওয়াহাবের স্ত্রীর ছেয়ারন নেছা),(৫৮) এবং লেগুনা চালক রফিকুল ইসলাম।
আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময়
এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান মেহেরপুর থেকে যাত্রী বোঝাই করে ছেড়ে আসা একটি সাদা রংয়ের লেগুনা গাংনীর চৌগাছা নামক স্থানে পৌঁছালে একটি ছাগল কে সাইড দিতে গিয়ে উল্টে যায়। লেগুনার মধ্যে যাত্রীরা রাস্তায় ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত জখম হয়। তাদেরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ছেয়ারন নেছার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের কর্মরত চিকিৎসক বুধাদিত্য দাস জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে তবে শিশু সাফিয়া ও বৃদ্ধা ছেয়ারন নেছা মারাত্মক যখন প্রাপ্ত হয়েছেন।
লেগুনা চালক রকিবুল মেহেরপুরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উল্টে যাওয়া লেগুনাটি স্থানীয়দের হেফাজতে রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, সংবাদপএ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের উজলপুরে ঈদ আনন্দ উদযাপন

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে সাজিপাড়া যুব সংগঠন আয়োজিত এক বিশাল খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছিল।

খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন উজলপুর গ্রামের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল বিবাহিত অবিবাহিত দের মধ্যে দড়ি টানাটানি, মুরুব্বিদের বেলুন ফাটানো, যুবকদের তেল মাখানো কলাগাছে ওঠা, কিশোরদের জন্য ছিল মোরগ লড়াই, আরো ছিল সকলের জন্য হাড়িভাঙ্গা সহ বিভিন্ন খেলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী মাস্টার।

তিনি বলেন, খেলাধুলা অবশ্যই আমাদের সমাজকে কলুষমুক্ত রাখে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের একটু ভেবেচিন্তে এই ধরনের আয়োজন করতে হবে। বর্তমানে এই মহামারী আমাদের আপনজনদের প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। হারাতে হচ্ছে আমাদের প্রিয় মানুষ গুলোকে।

তাই আমরা নিয়মিত মাক্স ব্যবহার করব হাত ধোব সচেতন থাকবো। অবশ্যই করো না কাল উত্তরন হলে সকল ধরনের বিনোদনের সাথে আমি আছি ছিলাম থাকবো। কোন ধরনের সহযোগিতা লাগলেও আমিন করব। তবে এই সময়টা আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সুমন রেজা, ইয়াসিন আলী, মোজাম্মেল হক, আব্দুল আহাদ, আব্দুল আলিম, প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি সুমন রেজা তিনি জানান, আমরা ছোট ছিলাম খেলাধুলা খেলেছি খেলাধুলা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কে সচল রাখে শরীর ভালো থাকে মন ভালো থাকে তাই আমরা আরো বেশি বেশি খেলাধুলা করব কিন্তু করোনা কাল উত্তরণ হলে।

এই খেলাটি আয়োজন করেন উজলপুর সাজিপাড়া যুব সংগঠন। সেচ্ছাসেবী

হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল জাব্বার, রাশেদ, লিটন, সহ আরো অনেকে।

খেলাধুলা শেষে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান

মেহেরপুর সদরে করোনা ভাইরাস ও বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চলাচল রোধে ট্রাফিক পুলিশের সর্তকতা অভিযান।

রবিবার বিকালে মেহেরপুরের হোটেল বাজার মোড়ে টি আই ইসমাইলের নির্দেশে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন, মেহেরপুর গাংনী উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়। তারই পরিপেক্ষিতে মেহেরপুরে বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ঈদুল আযহার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ আজকের দিনে যানবাহন চলাচল কম থাকায় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে প্রতিযোগিতা করে মোটরসাইকেল চালানোর কারণে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আমাদের চেকপোস্ট। যাতে করে অকালে ঝরে না পড়ে মূল্যবান প্রাণ।

তিনি আরও বলেন, একই মোটরসাইকেলে তিন জন আরোহী, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, হেলমেট ও মাস্ক ব্যবহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক টিএসআই উত্তম কুমার অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক সার্জেন্ট বাচ্চু টি এস আই জাহাঙ্গীর হোসেন।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে বিবাহিত অবিবাহিত দের ফুটবল টুর্নামেন্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর গ্রামে বিবাহিত অবিবাহিত দের ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল চার টার সময় এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় এক দিকে অংশ গ্রহণ করেন কুতুবপুর গ্রামে বিবাহিতরা অপর দিকে অংশ গ্রহণ করেন অবিবাহিতরা।

টুর্নামেন্টে সবেক ইউ পি সদস্য আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা আরিফুর রহমান আরিফ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রশিদ, ইয়াছিন আলী, মহাদ্দেছ আলী, দেলোয়ার মাষ্টার, আমজাদ মাষ্টার, শহিদুল ইসলাম, সাবেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন মজনু, রাহিবুল ইসলাম প্রমুখ।

সভপতি তার বক্তব্য বলেন, আজকের এই খেলা একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য আযোজন করেছি তবে প্রতিবছর বয়স্কদের ও খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে তবে করোনার জন্য সেটি এবার করিনি তবে করোনা উত্তরন হলে আবারো আয়োজন করবো।

এ বিষয়ে আরিফুর রহমান তার বক্তব্য বলেন, আজকের এই খেলা সুধু খেলায় নয়। এই খেলা তরুন প্রজন্মকে জাগরিত করনের একটি অধ্যায়।দিন দিন আমাদের তরুন প্রজন্ম মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছেন অন্যদিকে বিলিন হয়ে যাচ্ছে আমাদের খেলা ধুলা।

তাই আজকে আমি ৩০ জন তরুন খেলোয়ারের মাঝে জার্সি বুট আন্ডার তুলে দিলাম এবং তারা যেন মাদকের দিকে না যেয়ে খেলা ধুলায় সময় ব্যায় করে সাথে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করে। তবে আজকে যে সব খেলোয়াড় বৃন্দ আছো তোমাদের খেলা বিষয়ক যে কোন উদ্যোগে আমি তোমাদের

সাথে আছি।

টুর্নামেন্ট টি সঞ্চালনা করেন মোঃ নাদিম মাষ্টার।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া তে বন্ধুত্বের মেহেরপুরের পক্ষ থেকে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ

আজ বন্ধুত্বের মেহেরপুরের পক্ষ থেকে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন সেচ্ছাসেবী দের মাঝে।

সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে করোনা কে জয় করার প্রত্যেয় নিয়ে কাজ করে চলেছে এই গ্রুপ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বন্ধুত্বের মেহেরপুরের এডমিন তুষার হোসেন,মাহমুদুল হাসান স্বজল রেজাউর রহমান মোবারক হোসেন হুছাইন কবির মনজুর আলম বিশ্বাস প্রমুখ।

মাহমুদুল হাসান স্বজল তার বক্তব্য জানান, বন্ধুত্বের মেহেরপুর সহ মেহেরপুরের সকল সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ভালো কাজের সাথে বন্ধু হিসেবে থাকবে। এবং সমাজের অসহায় মানুষগুলোর পাশে থেকে সেবা করতে চাই। বর্তমানে আমরা করোনা কালে স্টুডেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে যার প্রথম পর্ব শেষ করে আজ রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে বন্ধুত্বের সেহেরপুরের সিনিয়র সদস্য রেজাউর রহমান জানান বন্ধুত্বের মেহেরপুরের এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসানীয়। বন্ধুত্বের মেহেরপুরের সকল ভালো কাজের সাথে আমি ও আমারা পাশে আছি। আমাদের বন্ধুত্ব সুলভ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের পরিবেশন করেছে উন্নত খাবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি কৃত রোগীদের মাঝে পরিবেশন করা হয়েছে উন্নত খাবার। চিকিৎসা সেবা নিতে আসলেও রোগীদের মাঝে খাবারের কমতি নেই এ বছরেও। উন্নত খাবার পেয়ে খুশি রোগী ও তাদের স্বজনরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগীরা পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে খুব সকালে পেয়েছেন নাস্তা। দুপুরে পোলাও ও মাংস। রাতেও দেয়া হবে এই খাবার। শুধুমাত্র রোগীদেরই নয় তাদের স্বজনরা ও এই খাবার থেকে বঞ্চিত হননি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খাবার বিতরণের দায়িত্ব প্রাপ্তদের নির্দেশ দিয়েছেন আজকে এই ঈদের দিন সকলের খুশির দিন। আমরা যেমন পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ উল্লাসে ঈদ উপভোগ করছি, ঠিক তেমনই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সকলেই এই উল্লাস আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবে। তারা হয়তো অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাই তাদের আনন্দের যেন কমতি না থাকে।

সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে অসুস্থ মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টি এইচ এ এম রিয়াজুল আলমরোগী ও তাদের স্বজনদের মাঝে উন্নত খাবার পরিবেশন করেন।

গতকাল থেকে এ পর্যন্ত ২০ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। তাদের সাথে রয়েছে তাদের স্বজনরাও। ঈদ সকলের খুশি। ঈদ সকলের আনন্দ। এই উপলক্ষ থেকে সকাল থেকে সারাদিন উন্নত খাবার সহ রোগীদের রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায়।

চিকিৎসা সেবা নিতে আসা কয়েকজন রোগী জানান, আমরা পুরোপুরি সুস্থ

না হওয়ায় বাড়ি যেতে পারিনি। কিন্তু সকাল থেকে আমাদের মাঝে সেমাই, পরোটা, দই মিষ্টি পৌঁছে দিয়েছেন। দুপুরে মাংস পোলাও পরিবেশন করেছেন। রাতেও এমন খাবার দেবেন বলে জানিয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প প কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম জানান, অন্যান্য বছর কি হয়েছে জানিনা তবে আমি গাংনী বাসির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জরুরী বিভাগ খুলে রেখেছি। সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছি রোগীদের। হাসপাতালে অন্যান্য চিকিৎসকরাও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। যারা পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি তাদেরকেও পরিবারের অভাবটুকু বুঝতে দেইনি। তাদের মাঝে আনন্দটা ভাগাভাগি করতে পেরে নিজেকে ভালো লাগছে।

মেপ্র/আরপি

শোকাবহ আগষ্ট, মেহেরপুরে ঈদের মোনাজাতে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা

আজ ১লা আগস্ট। শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিন। ১৯৭৫ সালের এ মাসেই বাঙালি হারিয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কালরাতে ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ দেন- বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেলসহ পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল। পৃথিবীর এ ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি, তার সহধর্মিনী আরজু মনি ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন।

সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক বিপদগামী সদস্য সপরিবারে জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পুরো বিশ্বে নেমে আসে তীব্র শোকের ছায়া এবং ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণার বিষবাষ্প।

শোকাবহ আগষ্টের প্রথম দিনে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঈদের নামাজ শেষে ১৫ আগষ্টের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, ৫ই আগস্টে শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে । ৮ই আগস্টে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

১৫ই আগস্টে কেন্দ্রিয় যুবলীগের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন ও কেন্দ্রিয় যুবলীগের নির্দেশ মোতাবেক জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহন। ১৭ই আগস্টে ২০০৫ সালে সরকারি মদদে জঙ্গি সংগঠন জেএমবি কর্তৃক দেশব্যপী ৪৩৪ স্থানে সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ ও প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করা হবে।

২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশক্রমে জাতীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহন। ২৪শে আগস্টে বিশিষ্ট নারী নেত্রী আইভি রহমানের মুত্যু বার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও প্রতিটি জুম্মার নামাজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সহ সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া প্রার্থনা করা হবে।

এছাড়াও মাসব্যাপী পথ-শিশু ও অসহায় দুস্থদের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হবে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বছরব্যাপী বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী চলমান রয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করা হবে।

মেপ্র/এমএফআর

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে ঈদ উল আযহা পালিত

আজ শনিবার (১ আগস্ট) ত্যাগ আর উৎসর্গের আদর্শে মহিমান্বিত পবিত্র ঈদুল আজহা মেহেরপুরসহ সারা দেশে পালিত হচ্ছে। ধর্মপ্রাণ মুসলিম জাহানের জন্য খুশির বার্তা নিয়ে বছর ঘুরে আবারও ফিরে এসেছে ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদ-উল-আযহা।

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুরের প্রায় সব জায়গাতেই মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর কোট জামে মসজিদে ঈদুল আযহার ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ৭টায় প্রথম জামাত সকাল সাড়ে আটটায় দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় ৩য় জামাত অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ৩য় জামাতে নামাজ আদায় করেন।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি সকাল ৮ টায় পুলিশ লাইন মসজিদে পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করেছেন।

সকাল সাড়ে ৭টায় শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদে ঈদুল আযহার জামাত অনুষ্ঠিত হয়।মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল হোটেল বাজার জামে মসজিদে ঈদের নামাজ পড়েছেন।

মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-আযহা। বাঙালি সমাজে ‘কোরবানির ঈদ’ নামেও পরিচিত।

এদিন দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঈদের নামাজ শেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায়ে পশু কোরবানি করছেন।

একদিকে বিশ্বজুড়ে মহামারী করোনার প্রভাব অন্যদিকে দেশে বন্যার প্রকোপে এবার ঈদ এসেছে এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। দেশের এই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে নাকাল অগনিত মানুষ। তারপরও পবীত্র ঈদকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ যাপন করছে মেহেরপুরবাসী।

পবিত্র ঈদ-উল-অযহা সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, চার হাজার

বছর আগে আল্লাহর নির্দেশে হজরত ইব্রাহিম (আ.) তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু নিজ সন্তান হজরত ইসমাইল (আ.)-কে কোরবানি করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে হজরত ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি হয়। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর এই ত্যাগের মনোভাবের কথা স্মরণ করে প্রতিবছর মুসলমানরা কোরবানি করে থাকেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরিয়ান এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরিয়ান ফেসবুক গ্রুপ এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে এক শতাধিক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু, হতদরিদ্র, অসহায় ও অসুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার পোষাক ও খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সকালে মেহেরপুর সদর কাশ্ব্যবপাড়া, গড় পাড়া, ওয়াবদা পাড়া, মল্লিক পাড়া, ফৌজদারী পাড়া, বামনপাড়া, আমদহ, বারাদী,আশরাফপুর, বিদ্যধার পুর, গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রাম সহ বেশ কিছু স্থানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে এডমিন ফাহিম ও মডারেটর এস আই শাকিল বলেন, সকলেই তো ঈদে পশু কোরবানি করবে দামি পোষাক পরিধান করবে।

কিন্তু এই মানুষ গুলোকে নিয়ে কয় জন ভাবে, তাদের মুখে একটু হাসি ফুটানোর জন্য এই মানুষ গুলোর সাথে ঈদ আনন্দ ভাগ করে নিতেই এই উদ্যোগটি নেওয়া আল্লাহর অশেষ রহমতে বিতরণ কাজ সফলতার সাথে শেষ করা হয়েছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মেহেরপুরিয়ান পরিবারের এডমিন প্যানেলের সকল সদস্যবৃন্দ।

মেপ্র/আরপি

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের বাজার

কুষ্টিয়ায় কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে ঈদের বাজার। ক্রেতাদের সরাগমে মুখর হয়ে উঠেছে বিপণীবিতান গুলো। বিশেষ করে শহরের এনএসরোড লাভলী শপিং কমপ্লেক্স, পরিমল টাওয়ার, তমিজউদদীন সুপার মার্কেট, রজব আলী সুপার মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে ভিড় বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

এসব এলাকার বিপণীবিতান গুলোতেও বিক্রি ভালো হচ্ছে। তবে বিপণীবিতান গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও কোনো বালাই চোখে পড়ছে না।

দোকান মালিকরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি। তবে রোজার ঈদের চেয়ে কোরবানির ঈদে বেচাবিক্রি ভালো হচ্ছে। লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তাদের আরও সময় লাগবে বলে জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে থ্রি পিস কর্ণারের মালিক বলেন, এই ঈদে ভালো বেচাবিক্রি হচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড় লেগেই আছে।

আসাদুল ইসলাম নামের আরেক বিক্রেতা বলেন, মেয়েদের পোশাকই বিক্রি হচ্ছে বেশি। বিশেষ করে থ্রি-পিস ও শাড়ি বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর শিশুদের পোশাক বিক্রি ভালো হচ্ছে।

এনএস রোডের অঙ্গশোভার মালিক কাপড় ব্যবসায়ী বাদশা শেঠ বলেন, এনএস রোডে প্রধানত মধ্যবিত্তরা কেনাকাটা করতে বেশি আসেন। করোনা ভাইরাসের কারণে তারা খুব একটা মার্কেট করতে আসছেন না। এইজন্য কম বেচাকেনা হচ্ছে।

এনএস রোড দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদেরী শাকিল

জানান, শহরের বিভিন্ন মার্কেটে দেড় হাজারের মতো দোকানপাট রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে গত রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি বললেই চলে। এবার বেশ ভালোই বেচাকেনা হচ্ছে।

তবে লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আরো বেশকিছুদিন সময় লেগে যাবে ব্যবসায়ীদের।

মেপ্র/আরপি